GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

জর্জ বুলেটিন

সংখ্যা ঃ ১০ ● ১১ জানুয়ারি ২০২৫

সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলকে সংবর্ধনা দেবে জর্জ টেলিগ্রাফও

সত্যিই কি কোনও জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় বাংলা দলের এবার সন্তোষ ট্রফি প্রাপ্তি? প্রশ্নটা শুনেই মাথা নাড়ছিলেন আইএফএ-র সফল সচিব অনির্বাণ দত্ত। পরিষ্কার জানিয়েছেন, "না, না কোনও জাদুদণ্ড ছিল না। আমাদের কাছে মূলমন্ত্র ছিল, একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠা। ওটাই সাফল্যের বাহক হিসেবে দেখা দিয়েছে।"

বাংলা দল সন্তোষ ট্রফি জয়ের পরে সংবর্ধনার চাদরে মুড়ে গিয়েছে। সবাই প্রশংসার ডালি সাজিয়েছেন। যদি কোনও কারণে ব্যর্থতা আসত, তা হলে কী হতো ভেবে রেখেছিলেন? আইএফএ সচিবের বক্তব্য, "আমরা সাফল্য পাওয়ার বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত ছিলাম। ব্যর্থ হবো মাথাতেই ছিল না।"

হায়দ্রাবাদের মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচের একটি ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের যুগ্ম সচিব অনির্বাণ দত্ত। যিনি একাধারে জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পার্সোনেল এবং জর্জ টেলিগ্রাফ গ্রুপের ট্রাস্টি ডিরেক্টরও। তিনি বলেছেন, "ফাইনাল ম্যাচের দিন আইএফএ ব্যাজ পরে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। সেইসময় ম্যাচের ফল গোলশূন্য। স্থানীয় এক সমর্থক আমাকে জানাল, দেখবেন স্যার, আজ কেরলই জিতবে। আমি বললাম, না, বাংলা জিতবে, তুমি আজ আশাহত হবে। ওই সমর্থক আবার জানাল, জয়ের সম্ভাবনা দুটি দলের ক্ষেত্রে ৫০-৫০। আমি বললাম, না, বাংলার পক্ষে ১০০-০! ছেলেটি আমার কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ বাংলা রবি হাঁসদার গোলে জয়ের পরে আমি যখন আনন্দে ভেসে যাচ্ছি, ওই ছেলেটি দেখলাম, আমার সঙ্গে করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। বলছিল, স্যার, আজ আমি আপনাদের বাংলার কাছে সত্যিই হেরে গেলাম।"

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এক বিরল নজিরও গড়লেন। পিতা কিংবদন্তি প্রশাসক প্রয়াত প্রদ্যুত দত্তের পরে ছেলে হিসেবে তিনিও সন্তোষ ট্রফি জয়ী সচিব হিসেবে অনন্য মুকুট পরলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "বাবা ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবল প্রশাসক। বাবাকে স্পর্শের এই সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত, এটা আমার কাছে বিশেষ প্রাপ্তি। কলকাতা ময়দানের কাছেও বিরাট পাওনা।" বাংলা দলকে মোহনবাগান, ভবানীপুরের মতো আইএফএ সচিবদের পারিবারিক ক্লাব জর্জ টেলিগ্রাফও সংবর্ধনা দেবে বলে স্থির করেছে। সচিবের শুধু দলের ছেলেদের উদ্দেশ্যে একটাই পরামর্শ, "সংবর্ধনার জোয়ারে ভেসে যেও না। বাস্তবের জমি ছেড়ে না দিয়ে এই গৌরবকে ধরে রাখার চেষ্টা করো।"

ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফুটবলারদের পুলিশে চাকরি নিশ্চিত হয়েছে। তাই জর্জের শীর্ষ আধিকারিক অনির্বাণ দত্তের বক্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলা উচিত ফুটবলারদের। কারণ বাংলার এই সাফল্য যাতে বজায় থাকে, সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে আগামী প্রজন্মকেও। লক্ষ্যে স্থির রেখে আরও সাফল্য এনে দেওয়াই কাজ হবে রবি, নরহরি, মনোতোষ, চাকু, সুপ্রিয়দের। পরবর্তী ফুটবলাররা যাতে বুঝতে পারে, ভাল কিছু করে দেখালে নিজেদের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত হবে।"

"মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলা উচিত ফুটবলারদের। কারণ বাংলার এই সাফল্য যাতে বজায় থাকে, সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে আগামী প্রজন্মকেও। লক্ষ্যে স্থির রেখে আরও সাফল্য এনে দেওয়াই কাজ হবে রবি, নরহরি, মনোতোষ, চাকু, সুপ্রিয়দের।"

– অনির্বাণ দত্ত